222148 - ডায়াবটেসি ও ব্লাড প্রসোরে আক্রান্ত রোগী রমযানরে রোযার ক্ষত্রেে কী করবনে?

প্রশ্ন

কোন মুসলমি সুস্থ থাকা সত্ত্বওে রমযানরে যে দনিগুলোর রোযা ভঙ্গেছেনে সে রোযাগুলোর কি ফদিয়িা দতিে পারবনে? যহেতেু তনিি ডায়াবটেসি ও ব্লাড প্রসোরে আক্রান্ত। তনিি কি একজন মসিকীনকে একবার খাওয়াবনে; নাকি দুইবার? তনিি দশেরে বাইরে থাকনে। এক মাসরে ছুটতিে নজি দশেে এসছেনে।

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

এক:

ডায়াবটেসি ও ব্লাড প্রসোররে রোগীরা সবাই একই স্তররে নয়। বরং ডাক্তাররো তাদরেকে বভিন্নি শ্রণেীতে ভাগ করে থাকনে। তাদরে মধ্যে কউে আছনে ডাক্তারি পরামর্শ মোতাবকে চললে নরিাপদে রোযা রাখতে পারনে। আর কউে আছনে রোযা রাখতে পারনে না।

তবে, কারো যদি ডায়াবটেসি ও ব্লাড প্রসোর একত্রে থাকে সক্ষেত্রেে ঐ রোগীর জন্য রোযা রাখা অধকিতর কঠনি হয়ে যায়।

উপরোক্ত তথ্যরে ভত্তিতিে বলা যায়, এ রোগীর ডাক্তাররে সাথে পরামর্শ করা উচতি এবং ডাক্তাররে উপদশে মোতাবকে রোযা রাখা বা ভাঙ্গা উচতি। কারণ সব ধরণরে রোগরে জন্য রোযা ভাঙ্গার অনুমতি নইে। যমেনটি ইতপিূর্বে 1319 নং প্রশ্নোত্তরে উল্লখে করা হয়ছে।ে

দুই:

যহেতেু ডায়াবটেসি ও ব্লাড প্রসোর স্থায়ী রোগ (Chronic diseases) তাই এ রোগদ্বয়রে কারণে যে রোগী রোযা ভাঙ্গনে অধকিাংশ ক্ষত্রেে তনিি সে রোযার কাযা আর কখনও পালন করতে পারবনে না। সে কারণে তার উপর ফরয হচ্ছে- প্রতদিনিরে রোযা ভাঙ্গার বদলে একজন মসিকীনকে খাওয়ানো; তাকে কাযা পালন করতে হবে না।

“খাওয়ানো” দ্বারা উদ্দশ্যে হচ্ছে এক বলোর খাবার খাওয়ানো। অসুস্থ ব্যক্তরি এ স্বাধীনতা রয়ছেে যে, তনিি নজিে খাবার

প্রস্তুত করে মিসকীনকে ডেকে খাইয়ে দিতে পারেন, কিংবা রান্না করা বা কাঁচা খাবার তাকে দিয়ে দিতে পারেন। এ তিনটির কোন একটি করলে একজন মিসকীন খাওয়ানো হল এবং তিনি তার উপর আবশ্যকীয় আমলটি পালন করলেন। ইতিপূর্বে 49944 নং প্রশ্নোত্তরে এ ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে।

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।